যুগান্তর

তারিখ ... 29 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ৮ ... কলাম ... 2 ...

বরিশাল হিজলা পিএন মাধ্যমিক বিদ্যালয়

শিক্ষকদের দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের অভাব

প্রাচুর্য রানা, বরিশাল ব্যুরো ও আবুল কাদাম, *মেহেন্দিগঞ্জ প্রতিনিধি*

শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যেই চালু করা হয় সৃজনশীল পদ্ধতি। কিন্তু শিক্ষকদের বড় একটি অংশ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয় এবং যারা প্রশিক্ষণ পেয়েছেন তারাও পদ্ধতিটি খুব একটা ভালোভাবে বুঝতে পারেন না। ফলে বেশিরভাগ শিক্ষকই সৃজনশীল পদ্ধতির বেঁধে দেয়া কাঠামোতে প্রশ্ন না করে গাইড বই থেকে প্রশ্ন করছেন। যা পদ্ধতিটিকেই প্রশ্নবিদ্ধ করছে। শিক্ষকদের দক্ষতার ঘাটতি ও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাবেই সৃজনশীল গাইড বইয়ের চাহিদা বাজারে বেশি বলে মনে করছেন বরিশালের হিজলা পিএন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা।

সৃজনশীলের ভালো-মন্দ

১৯১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টিতে ৭৫০ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য শিক্ষক রয়েছেন ১৩ জন। এরমধ্যে সৃজনশীলে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন মাত্র ৭ জন। প্রধান শিক্ষক মো. জসিম উদ্দিন জানান, সৃজনশীল পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো। এ পদ্ধতিতে নকল বন্ধ হয়েছে কিন্তু পরীক্ষায় ভালো ফল করতে পারছে না শিক্ষার্থীরা। তাই পদ্ধতিটি চালু করার আগে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া উচিত ছিল। কিন্তু সেটা করা হয়নি। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা এ পদ্ধতিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছে না। সৃজনশীল পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষকদের যে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে তাও পর্যাপ্ত নয়। যারা তিনদিন থেকে দুই সপ্তাহের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। এ সামান্য প্রশিক্ষণ পুঁজি করেই শিক্ষার্থীদের নতুন পদ্ধতিতে পাঠদান করানো হচ্ছে।

গণিত নিয়ে শিক্ষকরাই তালগোল পাকিয়ে ফেলছেন উল্লেখ করে প্রধান শিক্ষক বলেন, গণিতে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির কারণে ফল বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থা এরকমই। যথাযথ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা না থাকায় তাদের এই করুণ অবস্থা। অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের দাবি, গণিত পরীক্ষায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যতটা প্রশ্ন করা হয় তার উত্তর প্রদান করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। এছাড়া বহুনির্বাচনী অংশের ৪০ নম্বরের যে প্রশ্ন করা হয় তাতে হিসাব-নিকাশের জন্য আলাদা কাগজ সরবরাহ করা প্রয়োজন।

প্রশিক্ষণের অভাবের কথা উল্লেখ করে গণিতের শিক্ষক বিকাশ চন্দ্র বলেন, পদ্ধতির দুর্বোধ্যতায় শিক্ষকরা হিমশিম খাচ্ছেন। সৃজনশীল নিয়ে গণিতের শিক্ষকরা ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের সামনে বিব্রত হচ্ছেন। যখন ক্লাসে অংক করিয়ে দেয়া হয়, তখন ছাত্রছাত্রীরা বোঝে। তবে নতুন কোনো অংক করতে দেয়া হলে তারা আর পারে না। উদ্দীপক **অভাব : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪**

অভাব : প্রশিক্ষণের

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

ভালোভাবে না বুঝলে এবং পাঠ্যবই পুরোপুরি আয়ত্তে না থাকলে উত্তর দেয়া কঠিন। আরও কঠিন হয়ে যায় গণিতের ক্ষেত্রে। বইয়ে সৃজনশীলের নমুনা অংক থেকে এসএসসিতে প্রশ্ন করা হলে ছেলেমেয়েরা পারবে, নইলে অধিকাংশই পারবে না। এছাড়া গণিত সৃজনশীলে প্রশিক্ষণ না পাওয়ায় শিক্ষার্থীদের সামনে শিক্ষকদের মানসম্মান নিয়ে টানাটানি।

সৃজনশীল পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশে সহায়ক বলা হলেও এটি মূলত অন্তঃসারশূন্য বলে মন্তব্য করেছেন সহকারী প্রধান শিক্ষক নাজিবুল আলম। তিনি জানান, যে উদ্দেশ্য নিয়ে এ পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে তা সফল হচ্ছে না। পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত শিক্ষক নেই। পর্যাপ্ত সময়ও পাওয়া যায় না। কোনো রকমে ভাঙ্গ দিয়ে চালানোর মতো অবস্থা। বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকটের কারণে এক শিক্ষককে অনেকগুলো বিষয়ে পাঠদান করাতে হয়। সৃজনশীলে শ্রেণীকক্ষের আলোচনা খুব গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের জন্য শিক্ষকরা সব বিষয়ে প্রস্তুতি নিতে পারে না। এতে শিক্ষার্থীরা ওই বিষয়ের ওপর ভালো ধারণা নিতে পারে না।

কাল ছাপা হবে : বরিশাল চাখার ওয়াজেদ মেমোরিয়াল উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়